অশ্বঘোষ ঃ জীবন ও সাহিত্য

প্রাক্-কালিদাসযুগের বিশ্রুত বৌদ্ধকবি ও নাট্যকার দার্শনিক অশ্বঘোষ। তাঁর জীবনেতিহাস খুব সুস্পষ্ট নয়। তাঁর রচনাবলীর পুষ্পিকাসমূহ থেকেও যে তথ্যাদি প্রাপ্ত হই তাও খুব বিস্তারিত বা পূর্ণতা দাবী করে না। অশ্বঘোষের সুবিখ্যাত সৃষ্টি 'বুদ্ধচরিতে' তাঁর নাম পর্যন্ত দেখা যায় না—পরিচয় তো দূর অস্ত্। আর একখানি মহাকাব্য 'সৌন্দর নন্দের' অষ্টাদর্শসর্গে তাঁর বিষয়ে যে কথা লেখা আছে—সেই অংশটুকু উদ্ধার করা যাক্।

"আর্য সুবর্ণাক্ষীপুত্রস্য সাকেতকস্য ভিক্ষোরাচার্যভদন্তাশ্বঘোষস্য মহাকবের্মহাবাদিনাঃ কৃতিরিয়ম্"।

"এখানে তাঁর নামের সঙ্গে এমন আটটি বিশেষণ সংযোজিত হয়েছে যা তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাদের জানিয়ে দেয়। যেমন ঃ

১. আর্য — মহান ও সম্মানিত ব্যক্তি।
২. সুবর্ণাক্ষীপুত্র — সুবর্ণাক্ষী (সোনালি চোখবিশিষ্ট নারী)-র পুত্র।
৩. সাকেতক — সাকেত বা অযোধ্যানগরের অধিবাসী।
৪. ভিক্ষু — ভিক্ষাজীবী সাধু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।
৫. আচার্য—আধ্যাত্মিক শিক্ষক।
৬. ভদন্ত— মহান ও সম্মানিত ব্যক্তি বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।
৭. মহাকবি— মহানকবি।
৮. মহাবাদিন্—সুবক্তা কিংবা মহৎ বিষয় বা সত্যের প্রবক্তা অর্থাৎ দক্ষ-যুক্তি শাস্ত্রবিদ, মধুর কথোপকথনে দক্ষ এবং বিশিষ্ট তার্কিক।"

[দ্রঃ—অশ্বঘোষ- ড. রমা চৌধুরী- পৃঃ ১]

'সারিপুত্র প্রকরণে' অশ্বঘোষ সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "আর্য-সুবর্ণাক্ষীপুত্রস্য, আর্য-অশ্বঘোষস্য".....

অনুমিত হয় তিনি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন শৈব। পরবর্তীকালে তিনি জন্মগত ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শুধুমাত্র নূতন ধর্মগ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রকৃত বৌদ্ধ হয়ে ওঠার জন্য সার্বিকভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কঠোরভাবে অনুসরণ করেছিলেন বৌদ্ধধর্মের 'অষ্টাঙ্গমার্গ' বা 'অষ্টবিধ মহৎপথ।' বৌদ্ধধর্ম প্রচারক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন তা তাঁর গ্রন্থাদির বিবরবস্তু থেকেই বুঝতে পারা যায়।

Scanned with CamScanner

কবির 'অশ্বঘোষ' নাম সম্পর্কে কিংবদন্তী হল— তাঁর কণ্ঠ-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অশ্বগণও নাকি তৃণভক্ষণ থেকে বিরত হয়ে ঐ মধুরস্বর (বাক্য) শ্রবণে উৎকর্ণ হয়ে থাকতো বলে তিনি এরূপ নামে ভূষিত হয়েছিলেন।

লোকশ্রুতি অনুসারে অশ্বঘোষ সম্রাট কণিষ্কের কাছে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মনে করা যেতে পারে কবির জনপ্রিয়তাকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে অন্বিত করার জন্যই অনুরূপ লোকশ্রুতির সৃষ্টি। প্রচলিত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে বলা যায় কবি কণিষ্কের সমকালীন। তাই ১০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রান্তরেখার বাইরে অশ্বঘোষকে রাখা যাবে না। সিলভ্যাঁ লেভির অভিমত, চীনা-কিংবদন্তী কবিকে কণিষ্কের অধ্যাত্ম উপদেষ্টা করেছে। ডঃ ই. এইচ. জনষ্টন-এর মতে ৫০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অশ্বঘোষের আবির্ভাব ঘটেছিল।

কণিষ্কের কাল সম্পর্কেও নানা মুনির নানা মত। সাহিত্যিক উপাদান, শিলালেখ এবং প্রাপ্ত মুদ্রা বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকগণ তাঁর আনুমানিক কাল নির্ধারণ করেছেন। Dr. Fleet-এর অনুমান ৫৮ খ্রীঃ। Fergusson, টমাস, ওল্ডেনবার্গ, র‍্যাপসন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণের ধারণা ৭৮ খ্রীঃ। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, কণিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল তৃতীয়শতক। একটি নূতন তথ্য দিয়েছেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার। তিনি বলেছেন, 'কণিষ্ক' নামে অনেক রাজা ছিলেন, প্রথম কণিষ্কের জীবৎকাল বলেছেন প্রথম শতক। R. G. Bhandarkar ২৭৮ খ্রীষ্টাব্দকে কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের কাল বলেছেন।

যাইহোক, অধিকাংশ সমালোচকের মতে, অশ্বঘোষ ছিলেন সম্রাট কণিষ্কের সমকালীন এক কবি ও দার্শনিক। সকলের মোটামুটি অভিমত হল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকই হল কণিষ্কের কাল। সুতরাং অশ্বঘোষেরও আবির্ভাব ঐ যুগেই।

Scanned with CamScanner